যুগান্তর

তারিখ ... 14 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ২

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলা কলংকজনক

● ঘটনা প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরদের দ্বন্দ্বের পরিণতি : ঢাবি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে পুলিশি হামলা ঘটনা তদন্তে কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি গতকাল রাতে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের কাছে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্টে সংঘটিত ঘটনার জন্য হল প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের দ্বন্দ্বকে দায়ী করার পাশাপাশি গভীর রাতে ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার ঘটনাকে কলংকজনক : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

কলংকজনক : অধ্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ৩ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক এবং ৫টি হলের প্রভোস্ট, দুই সিন্ডিকেট সদস্য ও প্রক্টর এএসএম আতিকুর রহমানকে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্যের এই কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি দীর্ঘ দু'মাসের বেশি সময় তদন্ত শেষে গতকাল সিন্ডিকেটের সভাপতি উপাচার্যের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। তদন্তকালে তারা ওই হলের সাবেক প্রভোস্ট, সাবেক উপাচার্য, সাবেক প্রক্টর, ৪ সহকারী প্রক্টর, গ্রেফতার হওয়া ৭ ছাত্রী, ছাত্রদল নেত্রী লুসি ও শান্তা, মামলাকারী ছাত্রী জান্নাতুল কানন, হলের ২২ কর্মচারী এবং ১৩ জন আবাসিক শিক্ষকসহ মোট ৫২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

২৩ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্টের সঙ্গে এই সাক্ষ্যগুলোর সংযুক্তি রয়েছে। রিপোর্টের সঙ্গে ১০টি সুপারিশ করা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাবেক উপাচার্য ওই রাতে হলে উপস্থিত হলে দুঃখজনক ঘটনা এড়ানো যেত। সাবেক উপাচার্যের ভাষ্যমতে, তিনি হলে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এ ব্যাপারে তাকে কিছুই জানাননি। কমিটি মনে করে উপাচার্য ওই রাতে বা পরের দিন থানায় গেলে দায়িত্ব কিছুটা হলেও লাঘব হতো।

৪ সহকারী প্রক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তারা বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। হল প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটরদের দ্বন্দ্বে ঘটনা সংঘটিত হলেও এতে হলের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পক্ষ-বিপক্ষ নিয়েছেন। এ সঙ্গে ছাত্রীদের কিছু অংশ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে। হলের হাউজ টিউটররাও সে রাতে অভিভাবকসুলভ আচরণ প্রদর্শন করেননি। তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থেকে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

এতে আরও বলা হয়েছে, ছাত্রীরা যখন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, তখন প্রভোস্ট ছাত্রীদের শান্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে পুলিশ যখন ছাত্রীদের লাঠিচার্জ শুরু করে তখন তিনি হল ত্যাগ করেন।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ঘটনার ধারাবাহিকতায় সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তবে প্রক্টর পদত্যাগ করলে তার দায়দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কমিটি ৪ সহকারী প্রক্টরকে সতর্ক করে দেয়া, মামলাকারী ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, হলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্যত্র বদলি, হাউজ টিউটরদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াসহ মোট ১০টি সুপারিশ করেছে।